যখন প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ আসে

আদিপুস্তক ১২.১০-২৪পদ

আদি ১২.১-৩ পদে, ঈশ্বর অব্রামের প্রতি যে আদেশ ও প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়েছিলেন, ৪-৯ পদে অব্রাম তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তার যা কিছু করা উচিৎ ছিল, অব্রাম তা নিখুঁতভাবে করেছিল। সে ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করে, তার পৈত্রিক বাটি ত্যাগ করে, যাত্রা শুরু করেছিল, যদিও সে জানত না, সে কোথায় চলেছে। তার পক্ষে এই কাজ সহজ ছিল না, কারণ ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে, তা না জেনে, এইভাবে এগিয়ে চলা সহজ কাজ নয়। তাই তার বিশ্বাস দেখে, ঈশ্বর তাকে দর্শন দেন ও তার প্রতি ঈশ্বরের আহ্বানকে সুনিশ্চিত করেন (৭ পদ)। অব্রামও কৃতজ্ঞতায় শিখিমে এবং বৈথেল ও অয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সর্বসমক্ষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদি নির্মাণ ও ঈশ্বর আরাধনা করলেন। ৯ পদ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ই সঠিক পথে এগিয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন অব্রাম ও সারীর কাহিনী এমন কথা বলে শেষ হবে, "*তারা সেই দেশে চিরকাল সুখে ও শান্তিতে বাস করল।*"

কিন্তু বাইবেলে উল্লেখিত অব্রামের কাহিনী ছোটদের ঘুম পাড়াবার কোন কাল্পনিক গল্প নয়। অব্রামের কাহিনী বাস্তব ও সত্য ঘটনা। তাই, আমি ও আপনি যেমন আমাদের জীবনের প্রতি পদে পদে নিষ্ঠুর বাস্তবের সম্মুখীন হই, যা আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পতিত করে;ঠিক একইভাবে, অব্রামও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। বিশ্বাসী আমরা যখন যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত দেশের (অনন্ত জীবনের) সুখ ভোগ করি; তখন তার অর্থ এই নয় যে আমরা মাটি থেকে দু-ফিট উপর দিয়ে পথ চলি। মনে রাখতে হবে, অন্যরাও যে নিষ্ঠুর বাস্তবের মোকাবিলা করে, তাদের জীবন-যাপন করে (যে মাটিতে পা দিয়ে চলে), আমরাও সেই পৃথিবীতেই বাস করি। অবশ্য তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে, তা হল এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আমরা ঈশ্বরকে আমাদের সঙ্গে পথ চলতে পাশে পাই, যিনি সর্বদা তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতে আগ্রহী। আরও একটি বিষয়, সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি জগতের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর বাস্তব হলেও, আত্মিক অর্থে তা আমাদের *সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ* হতে (যাকোব ১.৪) সাহায্য করে। তাই, যাকোব বিশ্বাসী আমাদের উদ্দেশ্যে এমন কথা বলেছেন, ***"তোমরা যখন বিভিন্ন পরীক্ষায় পড়, তখন তা সর্ব্বতোভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান কর"*** (যাকোব ১.২)। যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসী আমরা "পবিত্র আত্মার অধীনে" বসবাস করার সুযোগ পেয়েছি (রোমীয় ৮.৯);কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আছে "আত্মার বশে জীবন-যাপন করা" শিক্ষা করা (গালা ৫.২৫)।

অব্রাম সেই দুধ ও মধু প্রবাহিত (যাত্রা ৩.৮, ১৭;১৩.৫; ৩৩.৩) প্রতিজ্ঞাত দেশে (কনান) এসে উপস্থিত হয়েছে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাকে বলেছেন, *"আমি তোমার বংশকে এই দেশ দেব"* (৭ পদ)। তাই, যে কোন পরিস্থিতিতে অব্রামের উচিত ছিল, সেই দেশ ত্যাগ না করা। কিন্তু আমার ও আপনার মত অব্রামও রক্ত-মাংসের মানুষ ছিল; তাই, আমি-আপনি যে ভুল করি, অব্রামও সেই একই ভুল করেছিল। আজ অব্রামের ভুল থেকে আমরা শিক্ষা নেব -- অব্রাম যে ভুল করেছিল, আমরা যেন সেই একই ভুল না করি।

১। প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ — ১০ পদে, কনান দেশে ভারী দুর্ভিক্ষ হবার কথা বলা হয়েছে। কনান যদিও খুব সুন্দর মাটি ও মনোরম আবহাওয়ার দেশ ছিল;কিন্তু জলের জন্য মূলত বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই, কম বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি এই দেশের মাটিকে শুকনো করে খরাকে জন্ম দিত। ফলস্বরূপ, মেষদের খাবার জন্য কোন ঘাস অবশিষ্ট থাকত না। এখন অব্রাম মেষপালনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করায়, মেষদের খাবারের প্রয়োজন পূরণে আগামী আশঙ্কা অব্রামকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করল। এমন পরিস্থিতিতে, বাঁচবার তাগিদে সেই স্থান ত্যাগ করাটাই সাধারণ মানুষের কাজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর তাকে সেই দেশ (কনান) ত্যাগ করার জন্য নয়, কিন্তু সেই দেশে বাস করার জন্য এনেছিলেন।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

প্রতিজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হয়ে, অব্রাম কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে দুটি স্থানে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেছিলেন, ঈশ্বর আরাধনা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ অব্রামকে এতখানি অবাক করেছিল বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছিল যে, অব্রাম একবারের জন্যও ঈশ্বরের ইচ্ছা জানতে তাঁর কাছে উপস্থিত হল না। অব্রাম ঈশ্বরের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ না করে, কেবল তার ভয় থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সে আরও দক্ষিণে, অর্থাৎ মিশরে নেমে গেল।

এখন, বিশ্বাসী আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞাত দেশ যদি জীবিত ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতার অনন্তজীবন হয়;তাহলে, সেই দেশে দুর্ভিক্ষ হল এমন পরিস্থিতি যা তাঁর প্রতি আমাদের নির্ভরতাকে আতঙ্কিত করে বা আমাদের বিশ্বাস জীবন-যাপনে বাধাদান করে। আপনার সুখের আত্মিক-জীবনে অর্থাভাব, অসুস্থতা, বেকারত্ব, কাজের চাপ, কিংবা অন্যায়ী প্রতিবেশি, অত্যাচারী শাশুড়ী বা লোভী সহকর্মী দুর্ভিক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে;যা আপনার পক্ষে সহ্যের অতিরিক্ত বলে মনে হতে পারে, যা আপনাকে শক্তিহীন করে ও খ্রীস্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এমন পরিস্থিতিতে, আমরা সকলেই মিশরে পালাবার পথকেই বেছে নিতে প্রলুব্ধ হই। তা হতে পারে শারীরিকভাবে অথবা মানসিকভাবে মিশরে পলায়ন। কিন্তু প্রভু আমাদের শিক্ষা দেন, ***"ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষা সহ্য করে; কারণ পরীক্ষা সিদ্ধ হইলে পর সে জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, তাহা প্রভু তাহাদিগকেই দিতে অঙ্গীকার করেছেন"*** (যাকোব ১.১২)।

২। মিশরের সাময়িক আরাম – মিশরে এই পলায়ন অব্রামকে নিঃসন্দেহে সাময়িক আরাম বা স্বস্তি দিয়েছিল। কনানে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। কনানে থাকাকালীন আসন্ন বিপদের (খাদ্যাভাব) কথা চিন্তা করে, যে অব্রাম রাতের পর রাত ঘুমাতে পারত না; সে মিশরের বিস্তীর্ণ ঘাসের জমি দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। নিঃসন্দেহে, কনানে উপস্থিত হয়ে অব্রাম মৃত্যুর আশঙ্কা তথা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু এই আরাম বা স্বস্তি সে কতদিন ভোগ করতে পেরেছিল?

বিশ্বাসী আমরাও যখন পবিত্র আত্মার ইচ্ছাকে অস্বীকার করে নিজেদের যুক্তিকে বড় করে আমাদের জীবনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তা হয়ত আমাদের জীবনে সাময়িক স্বস্তি নিয়ে আসে, কিন্তু তা কখনও দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। জাগতিক আরামের হাত ধরে যে বিপর্যয় আমাদের জীবনে আসে, তার কথা আমরা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারি না।

৩। মিশরের সত্য চেহারা — কনানের দুর্ভিক্ষের সামনে মিশরের আরামের হাতছানি বড় মনোরম মনে হয়েছিল। কিন্তু মিশরে অব্রামের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে, অব্রাম তা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারেনি। ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অব্রামের উপর ভয় ও কাপুরুষতা চেপে বসেছিল। তাই, মিশরে প্রবেশের আগেই সে মিথ্যার সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হল। সে তার স্ত্রীকে এই প্রকার কথা বলল, *"আমি মিশরীয়দের জানি। তাদের কথা আমি উরে থাকাকালীন লাইব্রেরীর বই থেকে পড়েছি। তারা সবই এক একটা নেকড়ে, আর তুমি পরমাসুন্দরী। তারা তোমাকে পেতে চাইবে। কিন্তু তারা যখন শুনবে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তারা আমাকে হত্যা করবে। তাই, তুমি নিজেকে আমার স্ত্রী না বলে, বোন বলে পরিচয় দেবে।"*

এই কথার মধ্যে আংশিক সত্য আছে। কারণ সারী অব্রামের বিমাতার কন্যা ছিল (২০.১২)। কিন্তু যা অংশিক সত্য, তা আংশিক মিথ্যাও বটে। এবং সমস্ত মিথ্যাই, ছোট হোক বা অর্ধেক হোক, অন্যকে ঠকাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অব্রামের চিন্তায় এই সামান্য মিথ্যার আশ্রয় তার ও তার স্ত্রীর জীবনকে রক্ষা করবে। আমরা ভুলে যাই যে, (মিথ্যা নয়) সত্যই কেবল আমাদের উদ্ধার করতে ও রক্ষা করতে পারে (যোহন ৮.৩২)।

লক্ষ্যনীয়, ৬৫ বৎসরের সারীর সৌন্দর্যের কারণে অব্রাম তাকে হারাবার ভয় করছে। অব্রামের এই নিরাপত্তাহীনতার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? অব্রাম কি দেখতে খুবই কুৎসিতছিল, যার কারণে সে সব সময় হীনমন্যতায় ভুগত! তা আমরা জানি না। কিন্তু এই ঘটনা থেকে যে বিষয় খুব পরিষ্কার, তা হল, যখনই আমরা খ্রীস্টের সহভাগিতা বা

পবিত্র আত্মার পরিচালনা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যাই, তখনই আমাদের পুরানো স্বভাব প্রকাশ পায়। ফলস্বরূপ, আমরা মিথ্যা, শঠতা ও কপটতার আশ্রয় নিই।

এই মিথ্যার দ্বারা আমরা বাস্তবে রক্ষা পাবার পরিবর্তে প্রকৃত বিপদের সম্মুখীন হই। অব্রাম যে আশঙ্কা করেছিল, বাস্তবে তাই ঘটল। কিন্তু যে মিথ্যাকে ব্যবহার করে সে রক্ষা পেতে চেয়েছিল, সেই মিথ্যাই তাকে বড় বিপদের সম্মুখীন করল। মিশরের রাজা সারীর সৌন্দর্যের কথা শুনে সারীকে বিয়ে করতে চাইল (১৯ পদ); আর সে অব্রামের বোন হওয়ায়, কোন বাধাই তাকে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা থেকে বিরত করতে পারল না। অব্রাম যদি সারীর সত্য পরিচয় দিত, তাহলে হয়ত এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা যদিও মিথ্যা, শঠতা বা কপটতার দ্বারা আমাদের প্রিয়জনদের রক্ষা করতে চাই, কিন্তু বাস্তবে তা আমাদের প্রিয়জনদের কষ্ট দেয়।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, অব্রাম এই মিথ্যা কথা বলার দ্বারা অনেক মেষ, গোরু, গর্দভ এবং দাসদাসীর অধিকারী হয়েছিল (১৬ পদ)। কিন্তু অসৎ পথে বা মিথ্যার দ্বারা অর্জিত ধন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। অব্রামের জীবনেও তাই ঘটেছিল। মিশর থেকে এই সমস্ত ধন নিয়ে কনানে ফিরে আসার পর অব্রাম প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা হল তার দাসদের সঙ্গে লোটের *দাসদের পরস্পর বিবাদ* (১৩.৭)। কেবল তাই নয়, মিশর দেশ থেকে অব্রাম যে সমস্ত দাসীদের পান, তাদের মধ্যেই "*হাগার*" নামে একজন থাকবে, যাকে কেন্দ্র করে অব্রামের পরিবারে মারাত্মক অশান্তির সৃষ্টি হবে (১৬ অধ্যায়)। আবার, অব্রামের মিথ্যা যখন প্রকাশ পেয়েছিল, তখন ঈশ্বর-বিশ্বাসী অব্রাম একজন অবিশ্বাসী রাজার সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ সেই *অবিশ্বাসী রাজা অব্রামের থেকে অনেক বেশি নৈতিক আচরণের* পরিচয় দিয়েছিল (১৯, ২০)। আমরা উপলব্ধি করি, মিশরের সাময়িক আরামের জন্য অব্রামকে কী কী মূল্য দিতে হয়েছিল।

৪। ঈশ্বরের অনুগ্রহ — অব্রাম যদিও এইভাবে অবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিল, ঈশ্বর কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে যাননি। তিনি যে অনুগ্রহে অব্রামকে মনোনীত করেছিলেন, তিনি সেই অনুগ্রহেই অব্রাম ও সারীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন (১৭)। তা করার আগে যে তিনি অব্রামকে অনুতপ্ত করেছিলেন, এমনও নয়। ঈশ্বর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় অব্রামের কাহিনীকে সঠিক পথে ফিরালেন।

প্রতিজ্ঞাত দেশে দুর্ভিক্ষ অসম্ভব বিষয় নয়। ঈশ্বর যখন সেই দুর্ভিক্ষকে অনুমতি দেন, তার দ্বারা তিনি আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে চান। কিন্তু আমরা যদি সেই সুযোগকে গ্রহণ না করে অব্রামের ন্যায় মিশরে পলায়ন করি, আমরা সেই কাজের দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে বাধা দিই। মিশরে পলায়নের দ্বারা, অব্রাম মহাজাতিতে রূপান্তরিত হবার আশীর্বাদকে বিপাকে ফেলেছিল;নাম মহৎ হবার পরিবর্তে অবিশ্বাসী রাজার সামনে লজ্জিত হয়েছিল;এবং আশীর্বাদের আকর হবার পরিবর্তে ফরৌণের পরিবারে ভারি ভারি উৎপাতের কারণ হয়েছিল। মিশর আমাদের আশ্রয়স্থল নয়, কেবল ***ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র আশ্রয় ও বল, সঙ্ক টকালে সুপ্রাপ্য সহায়*** (গীত ৪৬.১)।